দৈনিক খবর

তারিখ 14 MAY 1992

বাংলাদেশে শিক্ষকদের মর্যাদা

● প্রিন্সিপাল এ কে এম শহীদুল্লাহ ●

শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি এবং শিক্ষকতা পেশা ও শিক্ষকদের মর্যাদার ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতির প্রশ্নে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায়, শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা সমুন্নত করার প্রয়োজনে, সকল দেশ ও জাতির জন্যে প্রযোজ্য একই প্রকার ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রয়োগের লক্ষ্যে, শিক্ষকতা পেশা ও শিক্ষকদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন, বিশেষ করে মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা যথা ১৯৪৮ সালের 'সংগঠিত হবার অধিকার এবং সংগঠিত করার অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন' (Freedom of Association and protection of the Right to Organise Convention 1948) ১৯৪৯ সালের 'সম্মিলিতভাবে বুঝাপড়া কনভেনশন' (Collective Bargaining Convention 1949) ১৯৫১ সালের 'সমান পারিশ্রমিক কনভেনশন' (The Equal Remuneration Convention 1951) ১৯৫৮ সালের 'বৈষম্য (নিয়োগ ও পেশাগত ক্ষেত্রে) কনভেনশন' (The Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958) ১৯৬০ সালের 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কনভেনশন' (The Convention against discrimination in Education 1960) ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত ১৪৬টি ধারাসম্বলিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

"শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার" এই সার্বজনীন সত্যটি বিবেচনায় এনে সকল নাগরিকের জন্যে সুশিক্ষা প্রদানের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয়ে জাতিসংঘের 'মানবাধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত সার্বজনীন ঘোষণা' (Universal Declaration of Human Rights) অনুসারে আগত প্রজন্মের মাঝে সমাজে শান্তি- শৃংখলা প্রতিষ্ঠার আদর্শ উজ্জীবন, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, এক জাতি অপর জাতির মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে মেধা ও বুদ্ধিমত্তার সদ্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির অপরিহার্যতা, শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নতি এবং অগ্রগতি সাধনের মধ্য দিয়ে আধুনিক সমাজ গঠনে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকার পাশাপাশি শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মর্যাদা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তঃ রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে ইউনেস্কো/আইএলও-এর উল্লেখিত সুপারিশসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বিগত দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষকদের পেশাগত মর্যাদা সমুন্নতকরণের লক্ষ্যে উল্লেখিত সুপারিশসমূহ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, দলিল হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে এবং বিশ্বের কোন কোন দেশে একে শিক্ষকতা পেশা ও শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে ম্যাগনা কার্টা (MAGNA CARTA) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ১৪৬টি ধারায় বিভক্ত এই সুপারিশমালায় শিক্ষকদের পেশাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের পাশাপাশি তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে এ গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত সরকার অথবা শিক্ষক সমাজ নানা কারণে খুব বেশী পরিচিত নন এবং এই সুপারিশসমূহ উন্নত দেশের শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য বলে অনেকের মধ্যে একটা ভুল ধারণা রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশ যথা আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি দেশের শিক্ষকগণ যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন ঠিক সে ধরনের সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশ বা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষক সমাজকেও দিতে হবে এমন কোন সুপারিশ এতে নেই। শুধু প্রতিটি দেশ ও জাতির শিক্ষার পরিমন্ডলে মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত শিক্ষক সমাজকে একটি সম্মানজনক এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পেশাগত অবস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ সুপারিশমালা প্রবর্তিত ও গৃহীত হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বা সরকার এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে বিধিগত বা আইনগতভাবে কতটুকু বাধ্য সে সম্পর্কে বলা যায়, বাংলাদেশসহ যে সকল দেশ জাতিসংঘের সদস্য সে সকল দেশ বা রাষ্ট্র জাতীয় পর্যায়ে এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে নীতিগতভাবে বাধ্য ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংগীকারাবদ্ধ। সামগ্রিকভাবে এ সুপারিশমালায় শিক্ষা সম্পর্কিত অনেক বিষয় ও প্রেক্ষাপটের আঙ্গিকে বিস্তারিতভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সংগত কারণেই প্রতিটি সুপারিশ-এর তত্ত্ব ও তথ্যের অবতারণা না করে শুধুমাত্র মৌলিক কিছু সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশের শিক্ষকদের অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

সংজ্ঞাঃ ১ (ক) এতে 'শিক্ষক' শব্দের অর্থ হিসেবে যে সকল ব্যক্তি শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত রয়েছেন তাদের শিক্ষক হিসেবে গণ্য করাহয়েছে।

(খ) 'মর্যাদা' শব্দের অর্থ হিসেবে শিক্ষকদেরকে সমাজের অন্যান্য কর্মজীবী মানুষের সাথে তাঁদের পেশায় কিরূপ মূল্যায়ন করা উচিত এবং তাঁদের দায়িত্ব পালনে কি ধরনের যোগ্যতা অর্জন করা উচিত, তাঁদের কাজের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বুঝানো হয়েছে।

ব্যাপ্তিঃ (২) এটা প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজ পর্যন্ত (বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া) সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে সুপারিশমালায় উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল নীতিঃ (৩) একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষাকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যা সমাজে মানবিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক অগ্রগতির সহায়ক হবে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে মানবাধিকার সংরক্ষণ, শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা, পারস্পারিক সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হবে।

(৪) শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের চাহিদা ও লক্ষ্যের সাথে শিক্ষকদের মর্যাদা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং শিক্ষকদের যথাযথ মর্যাদা ও শিক্ষকতা পেশার প্রতি প্রয়োজনীয় জনস্বীকৃতি জাতীয় চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে হবে।

(৫) শিক্ষকদের মর্যাদা, শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত সামাজিক মূর্যাদা ও শিক্ষকতা পেশার প্রতি প্রয়োজনীয় জনস্বীকৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৭) শিক্ষকদের নিয়োগ, প্রস্তুতি এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে কোন বিবেচনায়ই কোন প্রকার বৈষম্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

(৯) শিক্ষক সংগঠনগুলোকে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কারণ, এগুলো শিক্ষা প্রসারে ও শিক্ষার অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে এবং এ কারণেই শিক্ষক সংগঠনসমূহকে শিক্ষা নীতি-নির্ধারণে সম্পৃক্ত রাখা উচিত।

(১০) (খ) জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক মত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রকার বৈষম্য না করে সকল নাগরিককে শিক্ষার সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) শিক্ষা যেহেতু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত সেহেতু এটাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করতে হবে।

(ত) শিক্ষানীতি ও শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের সাথে শিক্ষক সংগঠন, নিয়োগকর্তা, কর্মচারী, অভিভাবক সম্প্রদায়, সাংস্কৃতিক সংগঠন, গবেষণা সংস্থাসমূহের আন্তরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(থ) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন যেহেতু উল্লেখযোগ্য সম্পদ এবং অধিক পরিমাণ আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভরশীল সেহেতু শিক্ষার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্যে সকল দেশের জাতীয় বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ এবং সম্পদ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখাতে হবে।

শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণঃ- (৬) সরকার শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনা করে শিক্ষকদের বিনা খরচে পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংস্থার ব্যবস্থাকরবেন।

(৩৮) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষকদেরকে তাঁদের পেশায় নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করবেন এবং নিয়োগের নীতিমালায় শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাশাপাশি তাঁদের অধিকারও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

(৪৫) শিক্ষকদের নতুন পদে পদোন্নতি :- তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে পদোন্নতি প্রদান করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে এ সকল পদোন্নতি শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনার মাধ্যমে স্থীরকৃত 'পেশাগত নীতিমালা' ভিত্তিক হতে হবে।

(৪৬) শিক্ষকগণ যাতে তাদের পেশাগত জীবনে অহেতুক স্বেচ্ছাচারিতার শিকারে পরিণত না হন তার প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(৪৭) পেশাগত অন্যায় বা অসদাচরণের ব্যাপারে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত থাকতে হবে। শিক্ষকের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা জনসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না যদি শিক্ষক তা না চান। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে শিক্ষকতা পেশা থেকে বাইরে রাখার প্রয়োজন হয় বা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বা স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন অনুভূত হয় তবে সে ক্ষেত্রে এ সুপারিশ প্রযোজ্য হবে না।

(৪৮) শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবেন তাদের ক্ষমতার পরিধি ও শাস্তির মানদন্ড সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

(৪৯) শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনা করে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে 'কর্তৃপক্ষ' নির্ধারিত থাকতে হবে।

(৫০) প্রতিটি শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর প্রতি সুষম নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

পারিবারিক দায়িত্বসহ মহিলা শিক্ষকদের সম্পর্কেঃ

(৫৪) বিবাহ বা বিবাহিত হওয়ার কারণে মহিলাদের শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং বিবাহিত হওয়ার কারণে কোন মহিলা শিক্ষকের বেতন বা চাকরির শর্তে হেরফের করা যাবেনা।

(৫৫) মাতৃত্ব গ্রহণ বা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণে কোন শিক্ষিকাকে চাকরিচ্যুত করা যাবে না।

পেশাগত স্বাধীনতাঃ- (৬১) শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষকগণকে তাঁদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সর্ব প্রকার একাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

(৬২) নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষা বিষয়ক যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে শিক্ষক সমাজ এবং শিক্ষক সংগঠনসমূহকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষকদের দায়িত্বঃ- (৭০) শিক্ষকতা পেশা সমাজের সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ, উচ্চ মর্যাদা ও তাৎপর্যবহ-এ কথা স্মরণে রেখে এ পেশাকে সর্বোচ্চ মানের করে গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষকদেরকেই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

(৭২) দেশ, সমাজ তথা শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষার উন্নতি, অগ্রগতির কর্মসূচীতে কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষক সংগঠনসমূহকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সম্পর্কঃ-

(৭৫) শিক্ষকগণ যাতে তাঁদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন সে লক্ষ্যে শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সরকার দেশের শিক্ষা নীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতিমালা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন